দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়
জনসংযোগ অধিশাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
ফোন: ৫৫০০৭৫২০
ফ্যাক্স: ৫৫০০৭৫৬৬
ওয়েবসাইট: www.ecs.gov.bd

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে। ফলে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখের মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মতবিনিময় করেছে। তাঁদের সকলের সুচিন্তিত মতামত সংবিধান, আরপিও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য আইনসমূহ ও বাস্তবতার নিরিখে এবং জাতির আশা- আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সকলের অবগতির জন্য তা প্রকাশ করা হলো।

নির্বাচনের লক্ষ্য

১. অংশগ্রহণমূলক (ইচ্ছুক সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ।)

২. স্বচ্ছ (কমিশন কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সকলের অবগতির জন্য ওয়েব-সাইটে প্রকাশ, পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়োগ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীদের অবাধে সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ)

৩. নিরপেক্ষ (সকল প্রার্থীর প্রতি সমআচরণ, নির্বাচন কমিশনের অধিক সংখ্যক যোগ্য কর্মকর্তাকে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ, নিরপেক্ষ প্রিজাইডিং-সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তা নিয়োগ, নির্বাচনের দায়িত্ব-পালনকারী কারো বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের প্রমাণ পেলে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি/নির্বাচনি আইন ও বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।)

৪. গ্রহণযোগ্য (কমিশন কর্তৃক সংবিধান, আইন, বিধি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম গ্রহণ এবং যথাযথ প্রয়োগ যাতে নির্বাচনের ফলাফল সকল ভোটার ও অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।)

৫. সুষ্ঠু- (নির্বাচন পূর্ববর্তী, নির্বাচন দিন ও নির্বাচন পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুকূলে রাখা, প্রার্থী বা সমর্থক যেন নির্বাচনি আচরণ বিধি মেনে চলেন তা নিশ্চিত করা, অমান্যকারীর বিরুদ্ধে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সকল প্রার্থী যেন আচরণ বিধি অনুযায়ী নির্বাচনি প্রচার চালাতে পারে তা নিশ্চিত করা)

নির্বাচনে অংশীজন

একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে না, তা আরো অনেক অংশীজনের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল, যেমন—

১. সরকার;

২. সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি- রিটার্নিং কর্মকর্তা, সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারি প্রিজাইডিং কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার, কোষ্টগার্ড, সেনাবাহিনী, কমিশনের কর্মকর্তা ইত্যাদি;

৩. রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সমর্থক;

৪. ভোটার;

৫. মিডিয়া (সোশ্যাল, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট);

৬. নাগরিক সমাজ;

৭. দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক।

চ্যালেঞ্জসমূহ-

১. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি;

২. নির্বাচনের দায়িত্বে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষ করে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন;

৩. ব্যবহৃত ইভিএম এর প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা সৃষ্টি;

৪. অর্থ ও পেশীশক্তির নিয়ন্ত্রণ;

৫. নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা;

৬. সকল রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ;

৭. নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে বিপক্ষ/প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/সমর্থক/পুলিশ/প্রশাসন কর্তৃক কোন রকম বাধার সম্মুখীন না হওয়া;

৮. জালভোট/ভোটকেন্দ্র দখল/ ব্যালট ছিনতাই রোধ;

৯. প্রার্থী/এজেন্ট/ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে অবাধ আগমন;

১০. ভোটারদের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি;

১১. নির্বাচনি দায়িত্ব পালনকারী বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

১২. পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিতকরণ;

১৩. পর্যাপ্ত সংখ্যক নির্বাহী/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিতকরণ;

১৪. নিরপেক্ষ দেশী/বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়োজিতকরণ।

চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায় -

১. বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে মতবিনিময় সভায় সংবিধান ও নির্বাচনি আইন অনুযায়ী যে সুপারিশগুলো অধিকাংশজন করেছেন তা বাস্তবায়ন;

২. সকল রাজনৈতিক দল যাতে নির্বাচনি প্রচারকার্য নির্বিঘ্নে করতে পারে সে বিষয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা;

৩. সরকারের কোন সংস্থা কর্তৃক হয়রানীমূলক মামলা না করা;

৪. প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী-সমর্থক দ্বারা প্রার্থী, সমর্থক ও তাদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আক্রমণ না করা। এমন হলে আইন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. নির্বাচনের পূর্বে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা, বৈধ অস্ত্র জমা নেয়া;

৬. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনপ্রশাসন, জননিরাপত্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, আনসার ও ভিডিপি এর প্রধানগণের সাথে সভা করে তাঁদের অধিনস্থ কর্মকর্তা যারা নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবেন তারা যেন আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করেন সে বিষয়ে অধিনস্তদের নির্দেশ দেয়া;

৭. প্রত্যেক ভোটকক্ষে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন;

৮. ভোট কেন্দ্রগুলোতে পযার্প্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন;

৯. ইভিএম এর ব্যবহার সবোর্চ্চ ১৫০ আসনে সীমাবদ্ধ রাখা। শুধুমাত্র মেট্রোপলিটন ও জেলা সদরের আসনগুলোতে ব্যবহার করা;

১০. নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণার পরদিন থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োগ;

১১. নির্বাচনি আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ, ভংগকারীর বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক সাথে সাথে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

১২. আরপিও ও নির্বাচনি আচরণ বিধিতে কতিপয় প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করা;

১৩. রিটার্নিং অফিসার, সহকারি রিটার্নিং অফিসার যতদূর সম্ভব নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া;

১৪. রিটার্নিং অফিসার, সহকারি রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসারদের একটি তালিকা তৈরি করে তাদের প্রশিক্ষণ নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণার পূর্বেই শুরু করা যাতে যথাযথভাবে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়;

১৫. যে সকল প্রিজাইডিং/সহকারি প্রিজাইডিং অফিসারের বিষয়ে প্রার্থীর যুক্তিসংগত আপত্তি থাকবে তাদের নিয়োগ না দেয়া;

১৬. দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে ব্রিফিং করা;

১৭. গণমাধ্যম কর্মী নিয়োগ ও তাঁদের জন্যও ব্রিফিং এর ব্যবস্থা করা;

১৮. নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনে অনীহা, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯১ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৯. প্রার্থীদের জনসভা করার জন্য স্থান, তারিখ, সময় সিডিউল করে দেয়া।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার-

নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এর ব্যবহারের পক্ষে যেমন যুক্তি রয়েছে তেমনি এর বিপক্ষে যারা রয়েছেন তারাও কিছু যুক্তি তুলে ধরেছেন। পক্ষে যে সকল যুক্তি রয়েছে তা হচ্ছে- বায়োমেট্রিক যাচাই করে ভোট দেবার সিস্টেম থাকায় জাল ভোট অর্থাৎ একজনের ভোট অন্যজনের দেবার সুযোগ নেই। ওয়ান টাইম চিপস ব্যবহার ও এমবেডেড

পার্টস থাকায় একই সাথে একজন ভোটার একাধিক ভোটও দিতে পারেন না। একই ইভিএম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে ব্যবহার করা হয় বিধায় প্রোগ্রামের মাধ্যমে জালিয়াতি করা সম্ভব নয়। বিল্টইন ঘড়ি থাকায় নির্বাচন সময় আরম্ভ হবার আগেও ভোট দেয়া যায় না, একইভাবে ভোট সময় শেষ হলে প্রিজাইডিং অফিসার বন্ধ বাটনে চাপ দিলে এর পরে ভোট দেবার কোন সুযোগ থাকে না। ভোট গণনা করতে হয় না, বাটনে চাপ দিলেই ফলাফল পাওয়া যায়। এগুলো প্রমাণিত হয়েছে ইতোমধ্যে ইভিএম-এ ভোট গ্রহণ করার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ব্যালটে ভোট হলে কেন্দ্র দখল করে ভোটের আগে পরে ইচ্ছামত বাক্সে ব্যালট ভর্তি করা সম্ভব। কিন্তু ইভিএমে এ ধরনের অন্যায় করার কোন সুযোগ নাই। এ সকল সুবিধা থাকার কারণে সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রদান করা যায়। অন্যদিকে যারা এর বিপক্ষে যুক্তি দেখান তারা বলেন ইভিএম-এ ভোট ম্যানিপুলেশন করা সম্ভব অর্থাৎ একজনকে ভোট দিলে মেশিন গণনায় ভোট অন্যকে দিতে পারে। ভোটারগণ এখনও ইভিএম-এ ভোট দিতে অভ্যস্ত নয়। মহিলা বিষেশতঃ যারা বৃদ্ধ/কম শিক্ষিত তাদের ভোট দিতে অসুবিধা হয়। বায়োমেট্রিক দিতে বিশেষকরে শ্রমজীবী শ্রেণীর ভোটারদের আঙ্গুলের ছাপ না মেলায় তারা ভোট দিতে পারেন না।

ইভিএম-এ ভোট ম্যানুপুলেশনের বিষয়ে কেউ এ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারে নাই। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ইভিএম-এ কারচুপি করা সম্ভব এমন প্রমাণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে আহব্বান করা হয়েছে। কিন্তু তারা কেউ এ অভিযোগটি প্রমাণ করতে পারেন নাই । তাই দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র মনস্তাত্বিক ধারণা থেকে এ অভিযোগটি করা হয়। নির্বাচন পরিচালনা-২ শাখার তথ্যমতে ইভিএম-এ একাদশ সংসদ নির্বাচনে ঢাকার ২টি আসনে গড় ভোট কাস্টিং হার ছিল ৪৪.১৬% চট্রগ্রামে ১টি আসনে ৬২.৮৭%, সাতক্ষীরা ১টি আসনে ৫২.৮২%, খুলনা ১টি আসনে ৪৯.৪১ এবং রংপুর ১টি আসনে ৫২.৩১%। জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনে ১২ টি আসনে ২৭.০৫ %, ৬ টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ৩৮.৩৭%, ১৯ টি উপজেলায় ২৮.৯৫ %, ১৭১ টি পৌরসভায় ৫৮.৭০ % এবং ৫১৮টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৬৮.৭২ %। উল্লেখ্য, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনগুলোর নির্বাচন হয়েছিল দেশে তখন করোনার প্রবল আক্রমণ ছিল। সে সময়ে, কুমিল্লায় ভোটের কাষ্টিং হার ছিল প্রায় ৬০%। সুতরাং ভোটারগণ সফলভাবেই ইভিএম-এ ভোট দিতে সক্ষম হচ্ছে। কেননা ইভিএম-এ ভোট গ্রহণের পূর্বে ভোটারদের মাঝে ভোট প্রদানের পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক প্রচার করা হয় এবং ডেমো ভোটের আয়োজন করা হয়। আংগুলের ছাপ নিয়ে ভোটারদের সমস্যা হলেও ভোট দিতে তাদের কোন সমস্যা হয় না । এ ক্ষেত্রে সকল প্রার্থীর এজেন্টদের সন্মুখে ভোটারকে সনাক্ত করে ভোটারের পরিচিতি নিশ্চিত হয়ে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারকে ভোট প্রদানের অনুমতি দেন। তবে এই অনুমতি মোট ভোটারের ১% এর বেশী দিতে পারেন না। প্রিজাইডিং অফিসার কোন্ কোন্ ভোটারকে এ ধরনের ভোট দেবার অনুমতি দেন তার একটি তালিকা রিটার্নিং কর্মকর্তার নিকট জমা দেন। সুতারাং ইভিএম ভোট প্রদান করলে, ভোট যেমন সুষ্ঠু ও সঠিক হয় তেমনি ভোটে কোন প্রকার জালজালিয়াতির সুযোগ থাকে না।

নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে ২৯ টি রাজনৈতিক দল তাদের মতামত দিয়েছে। তাদের দেয়া মতামতগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১. সরাসরি ইভিএম-এর পক্ষে - ১২টি রাজনৈতিক দল মত দিয়েছে;

২. সরাসরি ইভিএম-এর বিপক্ষে- ৬ টি রাজনৈতিক দল মত দিয়েছে; এবং

৩. শর্ত সাপেক্ষে ইভিএম-এর পক্ষে- ১১টি রাজনৈতিক দল মত দিয়েছে।

শর্ত গুলো দু'ধরনের-

ক. ইভিএম-এ ভিভিপ্যাট বা এ জাতীয় কিছুর সংযোজন যাতে ভোটারগণ বুঝতে পারেন তারা কোন মার্কায় ভোট দিয়েছেন।

খ. ভোটারদের মাঝে এটিকে পরিচিতি করা, কোন ম্যানিপুলেশনের সুযোগ না থাকলে ব্যবহার করা।

ক. বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সাথেও সভা ও আলাপ করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন বর্তমান ইভিএম-এ ভিভিপ্যাট সংযোজন করার সুযোগ নেই। তবে ভিভিড্যাট রয়েছে, যাতে কে কত ভোট পেয়েছেন তার একটি লগ থাকে। কেউ আদালতে চ্যালেঞ্জ করলে উক্ত লগ থেকে আদালত সঠিক রায় দিতে পারেন। তা'ছাড়া ভোটারগণ কোন মার্কায় ভোট দিয়েছেন তারা গোপন কক্ষে ভোট প্রদানের সময় ব্যালট ইউনিটে সম্পূর্ণ স্ক্রীন জুড়ে দেখতে পান। যেহেতু বর্তমান ইভিএমগুলোতে ভিভিপ্যাট সংযোজনের সুযোগ নাই, ফলে যে সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি ইভিএম-এর বিপক্ষে ধরা হয়, তাহলে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৬টি।

খ. ইভিএম বিষয়ে যে শর্তগুলো দেয়া হয়েছে তা প্রতিটি নির্বাচনের আগে পালন করা হয়, যেমন প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারি প্রিজাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ, ভোটারদের ইভিএম প্রদর্শন, মক ভোট ইত্যাদি করা হয়। মিডিয়ায় ভিডিও ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ইভিএম- এ ভোট প্রদানের জন্য ব্যাপক প্রচার করা হয়। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন ইভিএম-এ ভোট জালিয়াতির কোন সুযোগ নাই। এ পর্যন্ত তা কেউ প্রমাণও করতে পারেন নাই। এ শর্তগুলো যেহেতু পালন করা হয় তাই এই দলগুলোর মতামতকে ইভিএম-এর পক্ষে বিবেচনা করা যায়। তাহলে ইভিএম ব্যবহারের পক্ষে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা হয় আরও ৫টি।

অতএব, সংলাপে অংশগ্রহণকারী ২৯ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ইভিএম-এর পক্ষে মত দিয়েছেন ১৭টি রাজনৈতিক দল। বিপক্ষে মত দিয়েছেন ১২ টি দল। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দলের মত ইভিএম-এর পক্ষে থাকায় ইভিএম ব্যবহার না করা যুক্তি সংগত হবে না বলে কমিশন মনে করেন। উভয় পক্ষের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাই কমিশন অনুর্ধ ১৫০ টি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা যুক্তিসংগত মনে করেন। ইভিএমগুলো সিটি কর্পোরেশন ও জেলা সদরের আসনগুলোতে অগ্রাধিকারে ব্যবহার করা হবে। অবশিষ্ট ১৫০ আসনে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মতবিনিময় সভায় ইভিএম এর বিষয়ে মতামত-

ইভিএম এর পক্ষে	ইভিএম এর বিপক্ষে
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	বাংলাদেশ কংগ্রেস (ভোট প্রদানের পর ভোট সম্পন্ন সম্বলিত স্লিপ দিতে বলেছেন)
জাকের পার্টি	জাতীয় পার্টি
জাতীয় পার্টি-জেপি (মোটিভেশন করতে বলেছেন)	গণফ্রন্ট
বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম (ভোট প্রদানের পর ইভিএম হতে প্রিন্টকৃত রশিদ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছেন)

ইভিএম এর পক্ষে	ইভিএম এর বিপক্ষে
ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (ব্যালট ইউনিটে ভোটারের বায়োমেট্রিক সিস্টেম চালু করতে বলেছেন)
ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	খেলাফত মজলিস (VVPAT সংযুক্ত করতে বলেছেন)
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (যাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট ম্যাচ হবে না তাদের বিকল্প পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন)	ইসলামী ঐক্যজোট (ভোটার সনাক্ত হওয়ার পর প্রতীকযুক্ত ব্যালট প্রিন্ট এবং তাতে যেন ভোটার সিল মেরে ভোট দিতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন)
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (ভোটার এডুকেশন চেয়েছেন)	জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	গণফোরাম
গণতন্ত্রী পার্টি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- বাংলাদেশ ন্যাপ
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ (রাজনৈতিক দলের সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপে ইভিএম এর বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন)
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (ভোটার এডুকেশন চেয়েছেন)	
বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	
বিকল্পধারা বাংলাদেশ (রাজনৈতিক দলের সাথে অনুষ্ঠিত সংলাপে ইভিএম এর পক্ষে মতামত দিয়েছেন)	
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	
বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট	
মোট= ১৭টি	= ১২ টি

জনগণের প্রত্যাশার প্রতি গুরুত্ব রেখে সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আরো ৭টি করণীয় বিষয় নির্ধারণ করেছে। সেগুলো হলো-

১. সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ;

২. নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং সরবরাহ;

৩. বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ভোটকেন্দ্র স্থাপন;

৪. নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিরীক্ষা;

৫. সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সবার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;

৬. নির্বাচনে অধিকতর প্রযুক্তির ব্যবহার;

৭, পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধন ও নবায়ন কার্যক্রম।

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

নির্বাচন কমিশনের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো নির্বাচনের মূল অংশীজন এবং উপকারভোগী সংগঠন-রাজনৈতিক দল, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সমীপে উপস্থাপন করে সবার মতামতের আলোকে কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো চূড়ান্ত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সামগ্রিক কর্মকান্ড তদারকি এবং তা চূড়ান্তকরণের জন্য মাননীয় কমিশনারগণের নেতৃত্বে বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবার মতামতের আলোকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করে তোলা সম্ভব হবে বলে নির্বাচন কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

১. আইনি কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার-

নির্বাচন পরিচালনার জন্য ধাপে ধাপে নির্বাচন কমিশন একটি আইনি কাঠামো প্রস্তুত করেছে। নির্বাচন কমিশনের যে প্রাতিষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক সক্ষমতা রয়েছে তার মাধ্যমে সকল অংশীজনের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। প্রয়োজনের নিরীখে বর্তমান আইন ও বিধিমালায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে তা আরো কার্যকর করার সুযোগ রয়েছে বলে কমিশন মনে করে।

জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণী আইন, ২০২১ এ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বিন্যাসের বিধান রয়েছে। আসন বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক এককের অখন্ডতা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হয়। অনেকে কাজের প্রয়োজনে বড় শহরাঞ্চলে বসবাস করলেও তারা নিজ এলাকায় ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত থাকেন। এছাড়া শহর অঞ্চলে বসবাস এবং ভোটার হিসেবে শহরে নিবন্ধিত হলেও তারা গ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত নির্দিষ্ট কিছু ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু প্রক্রিয়াটি জটিল। দেশে এবং বিশেষ করে বিদেশে অবস্থানরত সব ভোটারকে সহজ পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেয়ার বিষয়গুলো আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর আলোকে যে সকল বিধি, প্রবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংগঠনগুলো সে সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং এ বিষয়ে মতামত/সুপারিশ প্রদান করেছেন। ভোট প্রদান আরও স্বচ্ছন্দ্যে এবং নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে মতামত বা সুপারিশগুলো সক্রিয় বিবেচনা করা হবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব আইন, বিধি ও নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে এবং পর্যালোচনার সুপারিশ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২;

খ) নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮;

গ) জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১

ঘ) সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮;

ঙ) রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮;

চ) স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থিতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১;

ছ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা,২০১৮

জ) নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১;

ঝ) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০;

ঞ) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯;

ট) ভোটার তালিকা বিধিমালা. ২০১২;

ঠ) প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় ভোটারপ্রতি নির্বাচনি ব্যয় নির্ধারণের প্রজ্ঞাপন;

ড) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১০ (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সংশোধিত);

ঢ) Guidelines for Foreign Election Observer, 2013;

ণ) ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ নির্দেশাবলী।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে বর্ণিত আইন, বিধি ও নীতিমালা পর্যালোচনা করার জন্য একজন মাননীয় নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়ন করবে। এক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বিবেচনা করা হবে।

উপরে বর্ণিত আইন ও নীতিমালার আলোকে উপযুক্ত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সারণি-১ এর সময়সূচি অনুসরণ করা হবে।

সারণি–১

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন	মন্তব্য
১.১	আগস্ট, ২০২২	আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-১ অনুবিভাগ ও আইন অনুবিভাগ	বাস্তবায়িত
১.২	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২২	আইনি কাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-১ অনুবিভাগ, আইন অনুবিভাগ, আইসিটি অনুবিভাগ ও জনসংযোগ অধিশাখা	
১.৩	ডিসেম্বর, ২০২২	আইন সংস্কারের প্রাসঙ্গিক খসড়া প্রস্তুতকরণ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা -১ অনুবিভাগ ও আইন অনুবিভাগ	
১.৪	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ		

২. নির্বাচন প্রক্রিয়া সময়োপযোগীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ গ্রহণ-

নির্বাচনি আইনি কাঠামো ও নির্বাচনি প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। উল্লিখিত অংশীজন প্রচলিত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছেন এবং অবহিত আছেন। নির্বাচনসংক্রান্ত যেকোনো আইনি কাঠামো ও প্রক্রিয়া প্রণয়নে এবং তা সংস্কারের প্রয়োজনে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার পরামর্শ থাকা বাঞ্ছনীয়।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটি যুগোপযোগী আইনী কাঠামো ও প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সাথে বিভিন্ন অংশীজনের সংলাপ চলমান রয়েছে এবং চলমান থাকবে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সারণি-২-এর সময়সূচি।

সারণি-২

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন	মন্তব্য
২.১	১৩ মার্চ, ২০২২	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে সংলাপ	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ এবং জনসংযোগ অধিশাখা	বাস্তবায়িত
২.২	২২ মার্চ, ২০২২	বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সংলাপ		
২.৩	০৬ এপ্রিল, ২০২২	সম্পাদক, সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্টদের সাথে সংলাপ		
২.৪	১৮ এপ্রিল, ২০২২	ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে সংলাপ		
২.৫	০৯ জুন, ২০২২	নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর সাথে সংলাপ		
২.৪	১২ জুন, ২০২২	নির্বাচন বিশেষজ্ঞগণের সাথে সংলাপ		
২.৫	১৯ জুন, ২১ জুন ও ২৮জুন, ২০২২	EVM সম্পর্কে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ		
২.৬	জুলাই, ২০২২	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ	নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ এবং জনসংযোগ অধিশাখা	বাস্তবায়িত
২.৭	নভেম্বর, ২০২২	সুপারিশমালার প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত		
২.৮	ডিসেম্বর, ২০২২	সুপারিশমালার চূড়ান্তকরণ		

৩. সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে সারাদেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচনভিত্তিক ৩০০ সংসদীয় আসনের কথা উল্লেখ রয়েছে। Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 (Ordinance No.XV of 1976) রহিতক্রমে জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ায় এ আইন অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হবে। সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন করার জন্য সারণি-৩ এর সময়সূচি অনুসরণ করা হবে।

সারণি-৩

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৩.১	জানুয়ারি, ২০২৩	নির্বাচনি এলাকা পুনর্নির্ধারণের জন্য আগের নীতিমালা পর্যালোচনা করে একটি নতুন নীতিমালা প্রস্তুতকরণ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-১ ও আইসিটি অনুবিভাগ
৩.২	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	নির্বাচনি এলাকা পুনর্নির্ধারণকল্পে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমস (GIS) সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
৩.৩	মার্চ, ২০২৩	নীতিমালার আলোকে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ৩০০টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া তালিকা প্রণয়ন	
৩.৪	এপ্রিল, ২০২৩	৩০০টি নির্বাচনি এলাকার খসড়া তালিকা প্রকাশ করে দাবি/আপত্তি/সুপারিশ আহ্বান	
৩.৫	মে, ২০২৩	আপত্তির বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক শুনানি শেষে নিষ্পত্তিকরণ	
৩.৬	জুন, ২০২৩	৩০০টি আসনের সীমানা চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশ	

৪. ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং বিতরণ-

বর্তমানে ভোটারের সংখ্যা ১১ কোটি ৩৩ লক্ষ। কোনো নাগরিকের বয়স ১ জানুয়ারি তারিখে ১৮ বছর পূর্ণ হলে তিনি ভোটার হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাতে মোট ভোটারের আনুমানিক ২.৫% নতুন ভোটার প্রতি বছর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাবেন। আবার প্রতি বছর কিছু ভোটার মৃত্যুবরণ করেন। তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কর্তন করা হয়। তাছাড়া প্রতি বছর অনেক ভোটার তাদের ভোটার এলাকা স্থানান্তরে আগ্রহী হন, এতে তাদের নাম কাঙ্খিত ভোটার এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) ও International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) -এর অধীনে কোনো অপরাধে দণ্ডিত কেহ ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারবে না এবং কেহ ভোটার হয়ে থাকলে তার নাম তালিকা থেকে কর্তন করা হবে।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার উদ্দেশ্যে এ বছরের ২০ মে, ২০২২ তারিখ হতে নতুন ভোটারগণের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং বিতরণ তদারকি করার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশেষ এলাকার জন্য আলাদা কমিটি কাজ করছে এবং দুর্গম এলাকাকে আলাদা করে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার জন্য সারণি-৪ এ সময়সূচি অনুসরণ করা হবে।

সারণি-৪

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৪.১	২০ মে, ২০২২ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) সপ্তাহ	বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের তথ্য সংগ্রহ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-১ ও জাতীয় পরিচয়ন নিবন্ধন অনুবিভাগ
৪.২	২২ ডিসেম্বর, ২০২২ হতে ২৮ ডিসেম্বর ২০২২	সংগৃহীত তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তকরণ	
৪.৩	০২ জানুয়ারি, ২০২৩	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	
৪.৪	২-১৭ জানুয়ারি, ২০২৩	খসড়া ভোটার তালিকার উপর সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষের দাবি আপত্তি গ্রহণ	
৪.৫	১৮-২২ জানুয়ারি, ২০২৩	দাবি আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	
৪.৬	২৯ জানুয়ারি, ২০২৩	চূড়ান্ত তথ্য ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তকরণ	
৪.৭	২ মার্চ, ২০২৩	হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	
৪.৮	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে	৩০০টি নির্বাচনি এলাকর জন্য ভোটার তালিকা মুদ্রণ ছবিসহ ও ছবি ছাড়া ভোটার তালিকার সিডি প্রণয়ন ও বিতরণ	

৫. ভোটকেন্দ্র স্থাপন-

নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্র স্থাপন একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের জন্য দেশব্যাপী প্রায় ৪২,০০০ ভোটকেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করে থাকে এবং তার চূড়ান্ত তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, সরকারি অফিস, ক্লাব ইত্যাদি ভোটকেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

সাধারণত পূর্বের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেসব কেন্দ্র অপরিবর্তিত রাখা হয়। তবে নদীভাঙ্গনজনিত অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ভোটকেন্দ্র বিলুপ্ত হয়ে গেলে তৎপরিবর্তে নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কিছু কিছু এলাকায়

ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেও নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। ভোটকেন্দ্র স্থাপনকালে নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে তদন্ত করে উপযুক্ততা বিচার-বিশ্লেষণ করে খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন করে থাকেন। প্রস্তুতকৃত খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করে দাবি আপত্তি শুনানি শেষে প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে কমিশনের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সারণি-৫ এর সময়সুচি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।

সারিণ-৫

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৫.১	জুন, ২০২৩	সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-১ অনুবিভাগ
৫.২	জুলাই, ২০২৩	নির্বাচনি এলাকাভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ এবং রাজনৈতিক দলের স্থানীয় দপ্তরে প্রেরণ	
৫.৩	আগস্ট, ২০২৩	খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার উপর দাবি/আপত্তি গ্রহণ ও নিস্পত্তিকরণ	
৫.৪	ভোট গ্রহণের ২৫ দিন আগে	কমিশনের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ভোটকেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ	
৫.৫	তফসিল ঘোষণার পর	গেজেটে প্রকাশিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কাছে প্রেরণ	

৬. নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিরীক্ষা-

নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ৩৯টি রাজনৈতিক দলগুলোর তালিকা

ক্রমিক নং	নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের নাম
১	০০১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এল.ডি.পি
২	০০২	জাতীয় পার্টি - জেপি
৩	০০৩	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)
৪	০০৪	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
৫	০০৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৬	০০৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৭	০০৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -বি.এন.পি
৮	০০৮	গণতন্ত্রী পার্টি
৯	০০৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
১০	০১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

ক্রমিক নং	নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের নাম
১১	০১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ
১২	০১২	জাতীয় পার্টি
১৩	০১৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ
১৪	০১৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
১৫	০১৬	জাকের পার্টি
১৬	০১৭	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
১৭	০১৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি -বিজেপি
১৮	০১৯	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন
১৯	০২০	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
২০	০২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
২১	০২২	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)
২২	০২৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ
২৩	০২৪	গণফোরাম
২৪	০২৫	গণফ্রন্ট
২৫	০২৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি- বাংলাদেশ ন্যাপ
২৬	০২৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি
২৭	০৩০	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ
২৮	০৩১	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি
২৯	০৩২	ইসলামী ঐক্যজোট
৩০	০৩৩	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
৩১	০৩৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
৩২	০৩৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট
৩৩	০৩৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
৩৪	০৩৮	খেলাফত মজলিস
৩৫	০৪০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল
৩৬	০৪১	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)
৩৭	০৪২	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ
৩৮	০৪৩	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
৩৯	০৪৪	বাংলাদেশ কংগ্রেস

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা যাচাই করে দেখার আইনানুগ দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আগ্রহ পোষণ করেছে। তাদের আবেদন বিবেচনা এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধনের শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন করছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাতে সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

সারণি-৬ এর সময়সূচি অনুসারে নতুন রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন প্রদান করা হবে এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর হালনাগাদ অবস্থা পরীক্ষণ করা হবে।

সারণি-৬

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৬.১	সেপ্টেম্বর, ২০২২	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন শর্তাদি প্রতিপালন-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ	নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-১
৬.২	আগস্ট, ২০২২	নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান	
৬.৩	মে, ২০২৩	প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বহাল-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
৬.৪	মে, ২০২৩	নতুন রাজনৈতিক দলের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন প্রদান	
৬.৫	জুন, ২০২৩	নতুন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ	

৭. সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম-

নির্বাচন কমিশনের জনবল প্রায় ৪,২০০ জন। যার মধ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে রাজস্বভুক্ত কর্মচারির সংখ্যা ৩০০ জনের অধিক। কমর্দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের জন্য বছরব্যাপী নানামুখী পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ জনবলে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের একটি আধুনিক এবং স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে।

জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সামরিক-বেসামরিক, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ ছাড়াও নির্বাচন পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নির্ধারিত পরিপত্র, নির্দেশনা এবং দাপ্তরিক আদেশ সরবরাহ করা হয়, যাতে তারা দক্ষতার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারেন।

সাধারণ ভোটারদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং নাগরিক হিসেবে ভোটারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করাসহ নির্বাচনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এ কার্যক্রমে দেশের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মী, নাট্যকার, অভিনেতা, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতা কমিশন প্রত্যাশা করে। নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজ এবং ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করবেন।

নির্বাচন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ এবং ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম সারণি-৭ এর সময়সূচি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে।

সারণি-৭

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৭.১	জানুয়ারি, ২০২৩	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিশাখা এবং নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৭.২	নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পূর্বে	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৭.৩	নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার পরে	ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, জেলা নির্বাচন অফিসার ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার
৭.৪		আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ-নির্দেশনা	রিটার্নিং অফিসার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
৭.৫		ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটির প্রশিক্ষণ-নির্দেশনা	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আইন অনুবিভাগ
৭.৬		জেলা পর্যায়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্দেশনা	
৭.৭	ভোটগ্রহণের ০৬ (ছয়) মাস পূর্ব থেকে	নির্বাচন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্ব সম্পর্কে গণমাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অব্যাহত প্রচার কর্মসূচি	জনসংযোগ অধিশাখা, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
৭.৮	প্রার্থীতা চূড়ান্ত হওয়ার পর	জনপ্রশাসন, নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে মতবিনিময় সভা	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

৮. নির্বাচনে অধিকতর প্রযুক্তির ব্যবহার-

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক দেশের সকল অঞ্চল, জেলা, উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে সিকিউর মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভিপিএন কানেকশন স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনি তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল প্রস্তুতের জন্য ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ভিপিএন এর আওতায় ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে কমিশন সচিবালয়ের সাথে মাঠ পর্যায়ের অফিসের যোগাযোগ ও নির্বাচনি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা আধুনিক, স্বচ্ছ, গতিশীল করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন, নির্বাচনি ক্যালেন্ডার, অনলাইনে মনোনয়ন দাখিল ও গ্রহণ, প্রার্থীর তথ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ভোটগ্রহণ ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ তৈরি, কেন্দ্রের তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কেন্দ্র হতে নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে নির্বাচনি ফলাফল প্রেরণ সংক্রান্ত সিস্টেম প্রস্তুত হালনাগাদ করা হবে। জিআইএস পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্রের তথ্য হালনাগাদ করা হবে। এপ্লিকেশনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নির্বাচনি প্রার্থীর হলফনামা, ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে। ভোটগ্রহণে প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। অনলাইন কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুত করা হবে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ করা হবে।

সারণী-৮

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৮.১	আগস্ট ২০২২ – জুন ২০২৩	ভোটার সংখ্যা, জনশুমারী ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে জিআইএস পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ ও এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন	আইসিটি অনুবিভাগ
৮.২	আগস্ট ২০২২-অক্টোবর ২০২৩	জিআইএস পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ডাটাবেজ ও এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন	
৮.৩	আগস্ট ২০২২ – অক্টোবর ২০২৩	নির্বাচনি ক্যালেন্ডার, অনলাইনে মনোনয়ন দাখিল ও গ্রহণ, প্রার্থীর তথ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ভোট গ্রহণ ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ডাটাবেজ তৈরি, কেন্দ্রের তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কেন্দ্র হতে নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে নির্বাচনি ফলাফল প্রেরণ সংক্রান্ত সিস্টেমের এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন	
৮.৪	আগস্ট ২০২২ – জুন ২০২৩	নির্বাচন বিষয়ক তথ্য সংক্রান্ত এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন	
৮.৫	আগস্ট ২০২২ - জুলাই, ২০২৩	সফটওয়্যারের মাধ্যমে অডিট ও বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আধুনিকায়ন	
৮.৬	আগস্ট ২০২২ – আগস্ট ২০২৩	কমপ্লেইন্ট ও কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন	
৮.৭	আগস্ট ২০২২ – আগস্ট ২০২৩	প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্রণয়ন	ETI

৯. পর্যবেক্ষক নিবন্ধন ও নবায়ন কার্যক্রম-

নির্বাচনে পর্যবেক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যেকারণে নির্বাচন কমিশনও বেসরকারী সংস্থার পর্যবেক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। ২০০৮ সালে আরপিও সংশোধন করে প্রথমবারের মত নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টিকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যবেক্ষক নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৫ বছর অন্তর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার নিকট হতে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের এবং নবায়নের আবেদন চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে থাকে। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থা ১১৮টি এবং ১১ জুলাই ২০২৩ তারিখে এদের মেয়াদোত্তীর্ণ হবে। নতুন নিবন্ধনের জন্য বিজ্ঞপ্তি আহবানের সম্ভাব্য সময় জানুয়ারি ২০২৩।

সারণী-৯

ক্রমিক	সময়সীমা	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন
৯.১	জানুয়ারি ২০২৩ – আগস্ট ২০২৩	স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিবন্ধনের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ; যাচাই-বাছাই; ইতিপূর্বে নিবন্ধিত সংস্থার কার্যক্রম পর্যলোচনা নতুন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষক সংস্থার নাম অনুমোদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	জনসংযোগ অধিশাখা

—— ০ ——

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

www.ecs.gov.bd